মাকালাতে চাটগামী

মাকালাতে চাটগামী

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

বই	মাকালাতে চাটগামী
লেখক	মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
ভাষা-নিরীক্ষণ	আবদুল্লাহ আল মুনীর
প্রকাশকাল	আগস্ট ২০১৬
প্রথম সংস্করণ	অক্টোবর ২০২২
প্রকাশক	মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রচ্ছদ	হাশেম আলী
অনলাইন পরিবেশক	রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ
পৃষ্ঠাসজ্জা	শামীম আল হুসাইন
সর্বস্বত্ব	সংরক্ষিত
মূল্য	৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-96895-9-1

লেখকের কথা

نحمده حمدا الشاكرين، واحمده حمدا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اجمعين. والصلاة والسلام على النبي من الله تعالى والملائكة وعن جميع الخلق ومن الانس والجن الاولين والاخرين ابدًا ابدًا الى يوم الدين.

আজ থেকে ত্রিশ/বত্রিশ বছর আগের কথা। যখন আমি বানুরিটাউন, করাচিতে শিক্ষক ও ফাতাওয়া বিভাগের দায়িত্বে আসীন, তখন ইসলামি আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম। পরবর্তীতে যা 'মাকালাতে চাটগামী' নামে ছাপার জন্য ইসলামিয়া কুতুবখানা বানুরিটাউন, করাচির কর্ণধার ভাই মুহাম্মদ সাআ'দ সাহেবের কাছে আমার রচিত অন্য পাণ্ডুলিপিগুলোর সাথে হস্তান্তর করি। ইতিমধ্যে মাদরাসায় রমযানের ছুটি ঘোষিত হয়। আমি বাংলাদেশে আসি। রমযানের পর পাকিস্তানে গিয়ে ইসলামিয়া কুতুবখানার মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করি, তিনি জানান মাকালাতে চাটগামীর কিছু প্রবন্ধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক অনুসন্ধান করেও তা তিনি পাননি। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, এই প্রবন্ধগুলোর পাণ্ডুলিপি আমার কাছেও সংরক্ষিত ছিলো না। তবে যেসব প্রবন্ধ 'মাসিক বাইয়্যিনাত'[১] বা অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো– তা পত্রিকা অফিসে সংরক্ষিত ছিলো।

যাহোক, হয়তো আল্লাহর ইচ্ছে– বইটি আরও পরে মলাটবদ্ধ হওয়া, তাই সেসময় বইটি আর ছাপা হয়নি। এর ফলে আমার বেশ খারাপ লেগেছিল। কিন্তু রবের মর্জির উপর এ অপারগ বান্দার আবার কীসের অভিযোগ! তিনি যা করেন, তাতেই রয়েছে বান্দার জন্য মঙ্গল। এর মধ্যে আমি বাংলাদেশে চলে এলাম। ষোলোটি বছর অতিক্রম হয়ে গেলো এদেশে। গ্রন্থটি ছাপার জন্য বহু প্রচেষ্টার পরও পোহাতে হয়েছে অপেক্ষার যন্ত্রণা। অবশেষে রব্বে কারীমের একান্ত অনুগ্রহে হয়তো অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে।

বিগত বছর কিছু ছাত্রের সাথে বইটির ব্যাপারে কথা হলো। তাদের বললাম– আমি অসুস্থ হয়ে গেছি, জানি না এ গ্রন্থ আর ছাপা হবে কি না! আপনারা চেষ্টা করলে হয়তো এটা ছাপার উপযোগী হবে। আমার কথা শুনে স্নেহের মাওলানা

১. জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া বানুরিটাউন, করাচীর মুখপত্র 'মাসিক বাইয়্যিনাত'।

মুফতি ইসহাক মুন্সিগঞ্জী ও ভাই মাওলানা মুফতি সাইফুল্লাহ খুলনাবীসহ আরও অনেকের পরিশ্রমে গ্রন্থটি প্রকাশের উপযুক্ততা লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের মেহনতকে কবুল করে উপযুক্ত প্রতিদান দিন। আমিন।

এ প্রবন্ধগুলো যেহেতু বানুরিটাউন থাকাকালীন লেখা এবং মাসিক বাইয়্যিনাতসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে– তাই এ লেখাগুলোকে বানুরি টাউনের দিকে সম্বন্ধ করা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। এ লেখাগুলোই আবার দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মুখপত্র মাসিক মুঈনুল ইসলামে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। দারুল উলুম হাটহাজারীর বিজ্ঞ মুফতিদেরও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ সুবাদে প্রবন্ধসমগ্রটি দারুল উলুম হাটহাজারীর ফাতাওয়াও বলা যায়।

আমি আশাবাদী, পাঠকরা প্রবন্ধগুলো আস্থা ও ভালোবাসার সাথে পাঠ করে এর নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবেন। যদিও ফাতাওয়াগুলো প্রবন্ধ নামে প্রকাশ হচ্ছে, তবুও এ গ্রন্থকে ফাতাওয়ার দৃষ্টিতে পাঠ করবেন এবং আমল করবেন। শরয়ি প্রমাণ ছাড়া কোনো ফাতাওয়াকে অস্বীকার করা উচিত নয়। আমি তো ফাতাওয়া হিসেবে সত্য ভেবে লিখেছি এবং প্রকাশ করেছি। আল্লাহ না করুন, কেউ যদি অহংকারবশত শরয়ি দলিল ছাড়া একে অস্বীকার করে বসে, তাহলে এটি হতে পারে তার আখেরাত ধ্বংসের কারণ।

রাব্বে কারীমের শাহী দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেনো পাঠকদের ধীর-স্থিরতার সাথে বুঝে পাঠ করে আমল করার তাওফিক দান করেন এবং সকলের মাগফেরাতের কারণ বানিয়ে দেন। আমিন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.

মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী
২২ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরি

সূচিপত্র

ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়া............১১

মুসলিম উম্মাহর ইজমা : নবী-রাসুলরা কবরে জীবিত............১৭

পার্থিব জীবন ও মৃত্যুর বাস্তবতা............১৮

কুরআনের আলোকে হায়াতুন্নবী............২৪

হায়াতুন্নবী সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশেদার আকিদা............৩৬

হায়াতুন্নবী সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের আকিদা............৪৩

হায়াতুন্নবী সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের অভিমত............৪৪

ছবি তোলার শরয়ি বিধান............৫১

বিমা ও ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে একটি জিজ্ঞাসা ও শরয়ি সমাধান............৫৭

বিমার পারিভাষিক অর্থ............৬২

চাকুরির বিমা............৬৭

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিমা............৭১

ব্যবসায়িক বিমা............৭২

ইমদাদি বিমা............৭২

ইমদাদি বিমার পদ্ধতি............৭২

সরকারি বিমা............৭৩

ইচ্ছাধীন সরকারি বিমা............৭৩

বাধ্যতামূলক সরকারি বিমা............৭৩

ডকুমেন্ট এবং নথিপত্রের বিমা............৭৫

রাস্তায় গাড়ি নামানোর বিমা............৭৫

বিমা ও ইন্স্যুরেন্স শরয়ি মূল্যায়ন.....৭৬
সুদের সংজ্ঞায় ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ.-.....৭৮
ইসলাম কী? মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক ও উম্মাহর কাছে ইসলামের কী দাবি?.....৭৯
অভিধানে ইসলাম অর্থ.....৮২
নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য.....৮৩
'তাবলিগে বের হওয়া' কী এবং কখন জরুরি?.....৮৯
নবীপ্রেমের দাবি.....১০১
দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম হাটহাজারী.....১০১
বাস্তবতার নিরিখে ফাতাওয়ার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা.....১১১
উম্মাহর আলেমদের আবশ্যিক কর্তব্য.....১৩৯
দু'টি বিষয়ের উপর দীন-ইসলামের ভিত্তি.....১৪৩
ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য.....১৪৫
ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়েতে নারীর অধিকার.....১৪৭
আমার ভোট কাকে দিব?.....২১৯
ইসলামি নির্বাচন বনাম প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ.....২২১
ইসলাম প্রবর্তিত নির্বাচনের স্বরূপ.....২২১
ইসলামি নির্বাচনে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজনীয়তা.....২২২
ইসলামি নির্বাচন পদ্ধতি.....২২৫
ইসলামে ভোটারের যোগ্যতা ও শর্তাবলি.....২২৫
ইসলাম প্রবর্তিত নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ও তার শরয়ি গুরুত্ব.....২২৬
ভোট আমানতের ন্যায় সাক্ষ্যও বটে.....২২৯
আমার ভোট কাকে দিব?.....২৩১
যোগ্য প্রার্থী না পেলে কী করব?.....২৩১
রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় পদমর্যাদা আমানত বিশেষ.....২৩৪
ইসলামি জীবন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করার অশুভ পরিণাম.....২৩৪

এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হতে পারে?.....২৩৫
কখনও পুঁজিবাদ, কখনও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ!.....২৩৬
মুসলমানদের সব সামাজিক কাজকর্ম শুরাভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়.....২৩৭
মজলিসে শুরা বা পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার গুণাবলি.....২৪০
ইসলামের শাসক নির্বাচন ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য.....২৪২
আধুনিক জ্ঞান ব্যতীত ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনা করা কি অসম্ভব?.....২৪৫
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের জ্ঞানগর্ভ জবাব.....২৪৭
মজলিসে শুরার সদস্যদের গুণাবলি.....২৪৮
ইসলাম ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন : তুলনামূলক পর্যালোচনা.....২৫১

ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়া

শ্রদ্ধাভাজন জনাব, মাওলানা মুফতি আবদুস সালাম সাহেব

উস্তাদ ফিকাহ ও হাদিস, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মাসনূন সালামের পর, হযরত হয়তো জেনে থাকবেন, দীর্ঘদিন যাবত ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের আলেম ও মুফতিদের মাঝে কিছু মাসআলা আলোচ্যবিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং ও তার লেনদেন, বিদ্যমান ইসলামি ইন্সুরেন্স কোম্পানি, প্রাণীর ছবি তোলা এবং ভিডিও ফিল্ম ইত্যাদি জায়েয কি না?

মাওলানা তাকী উসমানী সাহেব ব্যাংকিং সংক্রান্ত কিছু মাসআলা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন, এজন্য তারা ব্যাংকের কাজও শুরু করেছেন। অথচ অধিকাংশ আলেম ও মুফতিদের মতামত এর বিপরীত। কিছুদিন আগে ঐ আলেমদের মধ্য থেকে হযরতুল আল্লামা মাওলানা সলিমুল্লাহ খান দা.বা. মহাপরিচালক জামিয়া ফারুকিয়া– পাকিস্তানের চার প্রদেশের আলেম ও মুফতিদেরকে আহ্বান করেছিলেন। সমস্ত আলেম ও মুফতিগণ উল্লিখিত মাসআলাগুলোতে গভীর চিন্তা ও গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন, কুরআন, হাদিস ও ইসলামি ফিকহের আলোকে এবং দেওবন্দি আকাবিরদের ফাতাওয়া অনুসারে প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং, ইসলামি ইন্সুরেন্স এবং প্রাণীর ছবি তোলা শরিয়ত ও শরিয়তের মূলনীতি পরিপন্থী হওয়ায় নাজায়েয ও হারাম। এই সম্মিলিত ফাতাওয়ায় সকলে দস্তখত করেন। এর ফটোকপি আপনার খেদমতে পেশ করা হল।

সাথে সাথে এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত ও প্রমাণসহ প্রবন্ধ তৈরির জন্য বলা হয়। জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া বানুরি টাউনের বিজ্ঞ মুফতিরা ইসলামি ব্যাংকিং এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর একটি বিস্তারিত প্রামাণ্যপ্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন।

হযরতের কাছে আমার আবেদন, এ ব্যাপারে আপনার গবেষণা এবং মতামত জানিয়ে কৃতজ্ঞ এবং বাধিত করবেন।

নিবেদক
আহকার আব্দুল মাজিদ (গুফিরা লাহু)
দারুল ইফতা, জামিয়া আল-ইসলামিয়া
বানুরিটাউন, করাচি, পাকিস্তান।
১৫ রমযান ১৪২৯ হিজরী

উত্তর–

জনাব মুহতারাম মুফতি আব্দুল মাজীদ সাহেব-

ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং ও তার বিভিন্ন লেনদেন, যা দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের ব্যাংকগুলোতে চালু রয়েছে, কিছু আলেম মুফতিরা এর সমর্থন ও সহযোগিতা করে আসছেন। এমনকি এখন তারা শুধু জায়েয হওয়ার ফাতাওয়াই দেন না; বরং স্বয়ং তারাও জড়িয়ে পড়ছেন ব্যাংকের লেনদেনে। এ তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা পেয়েছি।

এমতাবস্থায় অন্যান্য মুফতিদের সম্মিলিত ফাতাওয়া আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। যাতে যেসব মুসলমান একে জায়েয কিংবা নাজায়েয ভেবে আমল করে আসছেন, তাদের সামনে প্রামাণ্যতার আলোকে অবস্থাটি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে যেকোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে তারা বুঝে-শুনে অগ্রসর হয়।

সৌভাগ্যক্রমে গত রমযানে জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া বানুরিটাউন করাচির বন্ধুদের মাধ্যমে পাকিস্তানের অধিকাংশ মুফতিদের সম্মিলিত ফাতাওয়ার কপিটি আমার হস্তগত হয়। পাকিস্তানের অধিকাংশ আলেম ও মুফতিগণ একথার উপর ঐকমত্য হয়েছেন যে, প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং শরিয়ত ও শরিয়তের মূলনীতি বহির্ভূত হওয়ায় নাজায়েয ও হারাম। ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কিত

ঐ ফাতাওয়াটি পূর্ণাঙ্গ ও দলিল প্রমাণভিত্তিক। জায়েয সাব্যস্তকারীদের কিছু সংশয়ের প্রামাণ্য জবাবও রয়েছে তাতে। তাই দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মুফতিরা এর সাথে কেবল একমতই পোষণ করেননি, বরং পূর্ণ সমর্থনও জানিয়েছেন। যেসব আলেম ও মুফতিরা জায়েয সাব্যস্তকারী, তাদের মতকে ভুল ও তাদের পথভ্রষ্টকারী মনে করেন। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল রাখুন। যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের জন্য দুআ করি, আল্লাহ যেন তাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করেন, যাতে তারা জায়েযের ফাতাওয়া প্রদান থেকে প্রত্যাবর্তন করে। ফাতাওয়া যেন জনসাধারণের পথভ্রষ্টতার কারণ না হয়। তারা নিজেরা যেন সঠিক পথে ফিরে আসে ও অন্যদের সঠিক পথে আনার কারণ হয়। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে নুমান ইবনে বাশীর রাযি. এর হাদিস মনে রাখা উচিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

> الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرض، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله في ارضه محارمه، الا وان في الجسد مضغة، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القب،
>
> হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। এ দুয়ের মাঝে কিছু জিনিস রয়েছে সন্দেহপূর্ণ। যে সন্দেহপূর্ণ জিনিসকে পরিত্যাগ করবে, সে স্পষ্ট গুনাহকে অধিক পরিত্যাগকারী হবে। আর যে সন্দেহপূর্ণ গুনাহর উপর দুঃসাহস করতে থাকবে, শীঘ্রই সে সুস্পষ্ট গুনাহে পতিত হবে। গুনাহসমূহ সংরক্ষিত চারণভূমির ন্যায়। যে সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে বিচরণ করবে, সে শীঘ্রই তাতে নিপতিত হবে।[২]

প্রচলিত ব্যাংকিং-এর বৈধতার বিপক্ষে এই হাদিসটি জায়েয সাব্যস্তকারীদের কাছে যদি স্পষ্ট না হয়, তবে হাদিসটি যে স্পষ্ট হালাল সাব্যস্তকারী নয়– তা স্পষ্ট। কারণ ইসলামি ব্যাংকিং সুদমুক্ত হওয়ার প্রশ্নে সন্দেহপূর্ণ লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত, তা বৈধতা দানকারীরাও অস্বীকার করেন না। তাই তাদের জায়েয ফাতাওয়া প্রদানের কোনো দলিল আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। পক্ষান্তরে

২. বুখারি শরিফ-১/১৩।

প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকের লেনদেন নাজায়েয ও হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে অসংখ্য হারামের সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে। যার কিছু এমন–

১. জায়েয সাব্যস্তকারীরা সন্দেহের কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত জায়েযের ফাতাওয়া দেননি।

২. তাদের লিখিত এবং মৌখিক বক্তব্যে এ কথা বিদ্যমান, ব্যাংকের কর্তকর্তারা প্রায়শই তাদের নির্ধারিত শর্তসমূহ পূরণ করেন না।

৩. ইসলামি ব্যাংকিং-এর লেনদের তাদের কাছে ইসলামি মুশারাকা এবং মুদারাবার সাথে সামাঞ্জস্য রাখে। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে মিলে না। এ ছাড়া কিছু বিষয়কে ঢালাওভাবে মুরাবাহা এবং তাওলিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ তাদের নতুন ফাতাওয়ায় মুরাবাহা এবং তাওলিয়াকে স্বতন্ত্র মালবৃদ্ধিকারী মাধ্যম বানানো হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্তিকর।

৪. শরয়ি মুশারাকা ও মুদারাবার দাবিসমূহ ব্যাংকের কর্মকর্তারা আদায় করে না, যার অভিযোগ বর্তমানে জায়েয সাব্যস্তকারী আলেমরাও বার বার করে আসছেন।

৫. সন্দেহযুক্ত টাকা সদকা করার জন্য গ্রাহকদের উপর বাধ্যতামূলক খাত রাখা হয়েছে, যা শরয়ি বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভুল ও নাজায়েয।

৬. বিশেষ আকস্মিক ব্যয়ের জন্য টাকা কেটে নেয়াকে ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য শুধু অনুমতির পর্যায়েই রাখা হয়নি; বরং এটাকে আইনানুগ ভিত্তি দেয়া হয়েছে। অথচ শরয়ি মুশারাকা এবং মুদারাবায় এ সমস্ত জিনিসের কোনো অবকাশ নেই।

৭. প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকসমূহ বিশ্বব্যাংক এবং নিজ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদি লেনদেন থেকে মুক্ত নয়; বরং তাদের সকল মূলনীতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়, এমনকি ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণী বিষয়সমূহেরও অনুগত এবং হালাল হারামের বাছ-বিচার ছাড়াই ঐ সমস্ত নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য।

৮. প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকের কর্মকর্তারা গ্রাহকদের মূলধন সংরক্ষণের জামানত দেয়; অথচ শরয়ি মুশারাকা ও মুদারাবায় মূলধন সংরক্ষণের জামানত প্রদান করা এবং গ্রহণ করা উভয়টিই নাজায়েয।

৯. ইসলামি ব্যাংক গ্রাহকদের প্রকৃত মুনাফার হিসাব প্রদান ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা গ্রাহকদের বণ্টন করে দেয়, যা শরয়ি মুশারাকা ও মুদারাবা মূলনীতির পরিপন্থী।

১০. ইসলামি ব্যাংকের নাম এবং প্রচার ছাড়া প্রকৃত অর্থে কথিত সুদি ব্যাংক এবং প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের লিখিত সাক্ষ্য আমাদের কাছে রয়েছে।

প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকের লেনদেনে এতসব সংকীর্ণতা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে জায়েয ও হালাল ফাতাওয়া প্রদান করা– জেনে না জেনে সুদ বা সুদি লেনদেনকে হালাল সাব্যস্ত করা ছাড়া কিছুই নয়। যা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা।

জায়েয সাব্যস্তকারী মুফতিদের নিকট যদিও প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং-এর লেনদেন স্পষ্ট হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত তো অবশ্যই। এমতাবস্থায় তাদের জায়েয ফাতাওয়া প্রদান করা, নাজায়েয ও মাকরুহ লেনদেন গ্রহণ করার নামান্তর। যা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট সুদ গ্রহণ এবং হারাম ভক্ষণের মাধ্যম হবে।

তাই আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ও মুফতিদের সাথে শুধু একমতই পোষণ করি না; বরং সমস্ত মুসলমান জনসাধারণের প্রতি আকুল আবেদন জানাই তারা যেনো এই সুদি লেনদেনকে হালাল মনে করে কখনো গ্রহণ না করে এবং যথাসাধ্য বিরত থাকার চেষ্টা করে। আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকে।

বান্দা মুহাম্মদ আবদুস সালাম চাটগামী
মুফতি ও মুহাদ্দিস
আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল
উলুম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মুফতি ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে যারা এই ফাতাওয়ার সাথে সহমত পোষণ করে অভিমত ও স্বাক্ষর করেছেন তাদের নাম–

১. আল্লামা শাহ আহমদ শফি রহ.

সাবেক মহাপরিচালক- দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২. মাওলানা মুহাম্মাদ হারুন রহ.

সাবেক শিক্ষা সচিব, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৩. মাওলানা হাফেজ শামসুল আলম রহ.

সাবেক মুহাদ্দিস, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী চট্টগ্রাম।

৪. মাওলানা মুফতি নূর আহমাদ দা.বা.

মুফতি ও মুহাদ্দিস, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

'পবিত্র শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে রিবা ও রাইবা অর্থাৎ সুদ ও সুদের সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করা। তাই এ ধরনের (প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকের) লেনদেন থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

৫. মাওলানা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী রহ.

সাবেক মুহাদ্দিস, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী চট্টগ্রাম।

'পবিত্র শরিয়তে সুদের ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন, তাই সুদ ও সুদের সন্দেহযুক্ত বিষয়– উভয় থেকেই বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামি ব্যাংক কর্মকর্তাদের অসতর্কতার খবর প্রসিদ্ধ এবং সর্বজনবিদিত। তাই আমরা হযরত মুফতি সাহেবের সাথে সহমত পোষণ করে তার আবেদনকে পুনরাবৃত্তি করছি, জনসাধারণ যে ঐ সুদি লেনদেনকে হালাল মনে করে কখনো গ্রহণ না করে এবং যথাসাধ্য বিরত থাকার চেষ্টা করে তওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকে।'

৬. মাওলানা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ দা. বা.

মুফতি ও মুহাদ্দিস, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

'সুদের মত হারাম লেনদেন থেকে মুসলিম উম্মাহকে বাঁচানো মুসলিম উম্মাহর অনুসরণীয় ব্যক্তিদের উপর জরুরি ও অত্যাবশ্যক।'

৭. মাওলানা মুফতি জসীমুদ্দীন দা. বা.

মুফতি ও মুহাদ্দিস, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

মুসলিম উম্মাহর ইজমা : নবী-রাসুলরা কবরে জীবিত

হায়াতুন্নবী নিয়ে আমাদের দেশে অনেক তর্ক বিতর্ক, সন্দেহ-সংশয় রয়েছে। এ সম্পর্কিত কিছু লেখা আমার কাছে জমা রয়েছে– তবুও এ নিয়ে কলম ধরার তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বিভিন্নজনের আবদার-অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে বিষয়টি নিয়ে সবিস্তারে লেখার ইচ্ছা করলাম। আশা করছি এর মাধ্যমে সমস্ত সংশয় দূর হবে, অবসান ঘটবে চিরাচরিত বিতর্কের– ইনশাআল্লাহ।

বস্তুত এ সম্পর্কে আকাবিরে দেওবন্দের ফাতাওয়া তো তাই; যা জামিয়াতুল উলুমুল ইসলামিয়া আল্লামা বানুরিটাউন, করাচি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তা হলো- শুধু হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়, বরং সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামসহ শহিদদের দেহও কবরে জীবিত থাকা কুরআন-হাদিস ও উম্মাতের ইজমা থেকে প্রমাণিত। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐক্যমত্য রয়েছে। বিশেষ করে ওলামায়ে দেওবন্দ এ আকিদাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাপকাঠি মনে করেন। এর বিপরীত আকিদাধারী অর্থাৎ 'হায়াতুন্নবী আকিদা' অস্বীকারকারীদের বিদআতি ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বহির্ভূত মনে করেন। তাদের তাদের পেছনে নামায পড়াকে মাকরুহে তাহরিমা মনে করেন। বিষয়টির বিশদ প্রামাণিক আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকল নবী ও শহিদদের কবরে জীবিত থাকা– কুরআন-হাদিস ও সাহাবিদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, কবরে নবী ও শহিদদের দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক পৃথিবীর মতই। বরং এরচেয়ে বেশি শক্তিশালী। পার্থক্য শুধু এতটুকু, পৃথিবীর জীবন আমরা অনুভব করি আর আখেরাতের জীবন অনুভব করতে পারি না। কিন্তু কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত যে, কবরে নবী ও শহিদরা জীবিত ও প্রাণোচ্ছল, সুতরাং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব।

হায়াতুন্নবী, হায়াতে আম্বিয়া বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নবীদের হায়াত– শহিদ এবং অন্যান্য মুমিনের হায়াত থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যধারী। এ কারণে শহিদ ও অন্যান্য মুমিন থেকে এর বিধানও ভিন্ন। যেমন-

এক. নবীদের ইন্তেকালের পর তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টিত হয় না।

দুই. নবীদের ইন্তেকালের পর কোনো মুমিনের জন্য তাদের স্ত্রীদের বিয়ে করা নাজায়েয। এর বিপরীতে শহিদ ও কোনো কোনো মুমিন কবরে জীবিত হলেও তাদের ইন্তেকালের পর ইদ্দত খতম হওয়ার সাথে সাথে তাদের স্ত্রীদের বিয়ে করা জায়েয। তাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টিতও হয়।

তিন. নবীদের দেহ মুবারক কবরের মাটি ধ্বংস করতে পারে না। তারা পৃথিবীর মত দেহ নিয়েই কবরে জীবিত থাকেন। আর এটিই সকল ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং ওলামায়ে দেওবন্দের আকিদা।

দেওবন্দি নামধারী কিছু ব্যক্তি গোঁড়ামিবশত তাদের জ্ঞানগত দুর্বলতার দরুণ সংশয়বাদি হয়ে নিজেও পথভ্রষ্ট হচ্ছেন এবং অন্যকেও পথভ্রষ্টের চেষ্টা করছেন। যেখানে এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও দেওবন্দি ওলামাদের আকিদা সুস্পষ্ট, যা তাদের বিভিন্ন রচনাবলি ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

আল্লামা থানভি রহ. লেখেন, রওজা শরিফের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে দরুদ ও সালাম পাঠ করলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মাধ্যম ব্যতীত শ্রবণ করেন এবং তার উত্তর দেন। আর দূরবর্তী স্থান থেকে দরুদ ও সালাম পাঠ করলে ফেরেশতার মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছানো হয় এবং তিনি জবাব প্রদান করেন।[৩]

এরপরও যদি কেউ দেওবন্দি দাবি করে, এই আকিদার বিরোধিতা করে হায়াতুন্নবী অস্বীকার করে, তাহলে এটি তার ব্যক্তিগত মত ও গোঁড়ামী। এর সাথে ওলামায়ে দেওবন্দের দূরতমও কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তায়ালা সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদেরকে গোঁড়ামি ও আত্মম্ভরিতা থেকে বাঁচিয়ে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার তাওফিক দান করুন।

পার্থিব জীবন ও মৃত্যুর বাস্তবতা

সব মানুষই পৃথিবীতে আগমনের পর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত অবস্থান করে। এ সময় পূর্ণ হলে আবার এই পৃথিবী ছেড়ে পরকালের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যুক্তি-প্রমাণ ও বাস্তবতা এ কথার প্রমাণ বহন করে।

৩. ইমদাদুল ফাতওয়া- ৫/১১৬, মাকতাবায়ে দারুল উলুম করাচী।